

২০২১

বাংলা — সাম্মানিক

তৃতীয় সেমেস্টার

পত্র : SEC-A-2

(ব্যবহারিক বাংলা - ১)

পূর্ণমান - ৮০

প্রাপ্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।  
উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

১। নীচের গল্পসূত্র থেকে কমবেশি ৩০০ শব্দে একটি কাহিনি নির্মাণ করো। ১০

এক বৃদ্ধ কৃষকের তিন পুত্র ছিল। তারা ছিল অতিশয় অলস। পিতা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সংসার চালান। পুত্রেরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একসময় কৃষক অসুস্থ ও মরণাপন্ন হয়ে পড়লেন। পুত্রেরা এসে জিজ্ঞাসা করল, বাবা, সারাজীবন পরিশ্রম করে যা সঞ্চয় করেছ, তা কোথায় রেখেছ মৃত্যুর পূর্বে বলে যাও। পিতা বললেন, বাড়ির সামনের পতিত জমিতে মাটির নীচে রাখা আছে। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা পতিত জমি খুঁড়ল, কিন্তু কিছুই পেল না। শেষে ঐ জমিতে ফসলের বীজ ছড়িয়ে দিল। সেই বছর ভালো ফসল হল। ফসল বিক্রি করে তারা সেই বছর অনেক অর্থ উপার্জন করল।...

অথবা,

নিম্নলিখিত অংশটি অবলম্বনে একটি চিত্রনাট্য নির্মাণ করো। ১০

আমার নাম নীহাররঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও আমার বিবাহ হইল পাকড়াগ্রামবাসিনী ক্ষান্তমণি নামী এক পল্লীবালার সহিত এবং বৎসরাস্ত্রে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন— বুঁচি। নামকরণটিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তাহাতে বাড়ির এবং পাড়ার সকলে সত্য কথাই বলিল— “এই কালো কুচ্ছিত মেয়ে, তার নাম পুষ্পমঞ্জরী দিবি নাকি? তোর যত সব আনাছিষ্টি” —

মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রঙ তো কালোই, একটা চোখ ছোট আর একটা বড়, তা ছাড়া কী রকম যেন বোকাহা বা ধরনের— মুখে সর্বদাই লালা ঝরে! পুষ্পমঞ্জরী নাম দেওয়া চলে না তা ঠিক।

বছর দুই পরে।

ক্ষান্তমণি বুঁচিকে লইয়া বাপের বাড়ি গিয়াছেন। সেদিন রবিবার, কাহারও কাজকর্ম নাই— চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। হঠাৎ আমার কথাই উঠিয়া পড়িল। নূপেন বলিল— “এই দেখ না নীহারের অদেষ্ট। হল বা যদি একটা মেয়ে, তাও আবার এমন কদাকার—”

শ্যাম বোস বললেন— “তা আবার বলতে! বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কি! টাকা চাই প্রচুর।”

হারুখুড়ো তামাকটাতে দুইটা টান দিয়া কহিলেন— “আরে ভাই, আজকাল আবার শুধু টাকা হলেই হয় না, লোকে টাকাও চায়— রূপও চায় যে। চোখ দুটো ছোট বড় হয়েই আরো মুশকিল কিনা, কি যে হবে—”

সকলেরই ঘোরতর দৃষ্টিস্তা।

Please Turn Over

এমন সময় পিওন আসিয়া আমাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

নূপেন বলিল— “কার চিঠি হে?”

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করিয়া বলিলাম— “বউ লিখেছে বুঁচি মারা গেছে কাল।”

- ২। (ক) মিশ্র-কলাবৃত্ত রীতির বা তানপ্রধান ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করো। ১০
- অথবা,
- (খ) আবৃত্তিতে নাটকীয় স্বরক্ষেপণ কতটা জরুরি আলোচনা করো। ১০
- ৩। (ক) রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের সার্থকতা বিষয়ে আলোচনা করো। ১০
- অথবা,
- (খ) ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পটির চলচ্চিত্রায়ণ সম্পর্কে কী কী তথ্য পাওয়া যায় তা জানাও। ১০
- ৪। যে-কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৫×৬
- (ক) মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।
- (খ) টীকা লেখো — শ্বাসাঘাত, লয়।
- (গ) সুস্পষ্ট উচ্চারণ করার জন্য কী কী সতর্কতা নেওয়া প্রয়োজন?
- (ঘ) ‘পথের পাঁচালী’ সিনেমায় ট্রেনের গুরুত্ব আলোচনা করো।
- (ঙ) কোরাস আবৃত্তির গুরুত্ব লেখো।
- (চ) টীকা লেখো — নাট্যরূপের বৈশিষ্ট্য।
- (ছ) ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ চলচ্চিত্রের যে-কোনো একটি চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করো।
- (জ) টীকা লেখো — নির্বাকযুগের বাংলা ছবি।
- ৫। সংক্ষেপে পূর্ণবাক্যে উত্তর লেখো। ১×২০
- (ক) ‘ক্ষুধিত পাষণ’ চলচ্চিত্রটির মুক্তি কত খ্রিস্টাব্দে?
- (খ) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে— এরকম একটি উপন্যাসের নাম লেখো।
- (গ) শিরোনাম কী?
- (ঘ) ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ ছবিটির সংগীত পরিচালক কে ছিলেন?
- (ঙ) আবৃত্তিকারের একটি ক্রটি উল্লেখ করো।
- (চ) আবৃত্তির তিনটি সুর কী কী?
- (ছ) পর্ব বলতে কী বোঝো?
- (জ) বাংলা ছন্দশাস্ত্র অনুযায়ী দল কয় প্রকার?

- (ঝ) উচ্চারণযন্ত্রগুলি কী কী?
- (ঞ) একটি কণ্ঠধ্বনির উদাহরণ দাও।
- (ট) ছড়ার ছন্দের অপর নাম কী?
- (ঠ) স্পট লাইট কী?
- (ড) প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ সবাক ছবির নাম উল্লেখ করো।
- (ঢ) 'একেই বলে শুটিং' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
- (ণ) ঐ আসে ঐ। অতি ভৈরব। হরষে॥  
জল সিঞ্চিত। ক্ষিতি সৌরভ। রভসে॥ — এই কবিতাটিতে কোন ছন্দের প্রয়োগ ঘটেছে?
- (ত) সনেটের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
- (থ) 'জলসাঘর' রচনাটি কার লেখা? এই চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
- (দ) আবৃত্তি শব্দের অর্থ কী?
- (ধ) একটি আবৃত্তি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের নাম লেখো।
- (ন) 'অযান্ত্রিক' কার তৈরি চলচ্চিত্র?
-